মেহেরপুর সরকারি খাদ্যগুদামে দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে বিদেশ থেকে আমদানি করা ৬০ বস্তা চাল গোপনে গত বুধবার সন্ধ্যায় আলগামন করে সরানোর উদ্দেশ্যে গেট পর্যন্ত যখন নেওয়া হয়, তখন চাল সরানো হচ্ছে এমন গোপন খবরে গোডাউনের বাইরে বেশ কিছু ছাত্র, গোয়েন্দা সংস্থার দুজনসহ কয়েকজন সংবাদকর্মী অবস্থান করছিলেন। অবস্থানকারীরা বিষয়টি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করেন। এর পরপরই সেই চাল গোডাউনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এসময় গোডাউনে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা দেবদূত রায় ও মোসারফ হোসেন নামের বিএনপির এক নেতা অবস্থান করছিলেন।

বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নতমানের চাল গুদামের হিসেবের খাতায় না থাকলেও গোডাউনের ৫ নম্বর ইউনিটের তিনটি খামারে প্রায় ৭০ মেট্রিক টন আমদানিকৃত চাল মজুত রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গোডাউনের অভ্যন্তরীণ সূত্র।

বিষয়টির সত্যতা জানার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর অফিসে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকেই আমদানিকৃত চাল সরানো শুরু হয়। দুপুরের দিকে দুটি ভ্যানে ৬০ বস্তা চাল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও সূত্র নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর সরকারি খাদ্যগুদামে ভয়াবহ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশে সরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থাপনায় চলছে নানা ধরনের অপচেষ্টা ও দুর্ব্যবস্থা। কাগজে-কলমে মজুত শূন্য দেখানো হলেও বাস্তবে গুদামে বিপুল পরিমাণ চাল ও ধান সংরক্ষিত রয়েছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের অভিযোগ, গুদামের কিছু অসাধু কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং স্থানীয় একটি দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কাগজে চাল ও ধান বিতরণ বা গুদামে সংগ্রহের তথ্য দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদূত রায়ের কাছে ভ্যানে ৬০ বস্তা চাল গেটের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে কেন ফের গোডাউনে রাখা হলো এই

প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম আপাতত চাল বাইরে না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ায় তা ফের গোডাউনে নেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো নির্দেশনা দেননি বলে দাবি করেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর অফিসে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা দেওয়া হলেও তিনি জবাব দেননি।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া

ঢাকা উত্তরা দিয়াবাড়ি মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনদিন মৃত্যর সাথে পান্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়া (১৩)।

মায়া দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের মৃত ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলীর মেজো মেয়ে। মৃত মায়ার পরিবারের সাথে ঢাকা উত্তরা ১৮ নং এ বসবাস করত।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১ টা১০ মিনিটের দিকে প্রশিক্ষণ বিমান এসে মাইলস্টোন স্কুলের উপর এসে পড়লে মূহুর্তের মধ্যে আগুন ধরে সারা শরীল ঝলসে যায়।

তিনদিন চিকিৎসা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে তার করুণ মৃত্য হয়। মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়ার জনাযা অনুষ্টিত হবে আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে।

মেহেরপুরে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরে জীবিকায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ জন মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) বিকেলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার খাদিজা আক্তার, উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা: নাসিমা খাতুন, নাজমা, মীর দানিয়েল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এবং স্বাবলম্বী করে তুলতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপনারা এই সেলাই মেশিনকে কাজে লাগিয়ে একজন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এই প্রত্যাশা আমাদের। মেশিনগুলো ব্যবহার ও সংরক্ষণে সচেতন থেকে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসুন। তাহলেই এ প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত হবে।

মুজিবনগরে শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচার অভিযান

“শিশু অধিকার জানি, অন্যকে জানাই” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি এর শিশু অধিকার বিষয়ক

প্রচার অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার গুডনেইবার্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গুডনেইবার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বার্টিন গমেজ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল, প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর আনন্দ কুমার দাস, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দিন আল আজাদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান, বিওয়াইএফসি ম্যানেজার জন অমৃত মণ্ডল, সিডিসি সভাপতি জহিরুল ইসলাম এবং গুডনেইবার্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তারা বলেন, প্রতিটি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ এবং ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আইনি ও নীতিগত সংস্কার প্রয়োজন। শিশুদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাদের জীবনে প্রভাব ফেলে এমন সিদ্ধান্তে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। এছাড়া, শিশুদের মতামত প্রকাশে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর সম্পৃক্ততার ওপর বক্তারা গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত শিশু মাইয়াজের পরিবারের চিকিৎসার জন্য গুডনেইবার্সের উদ্যোগে অনলাইন ক্যাম্পেইন ও নিজস্ব ফান্ড থেকে সংগৃহীত মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সিডিপি কর্মী, সিডিসি চেয়ারপারসন, সিএমসি, স্কুলশিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, বিএইচও টিম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, পরিচালক-পিআইডি, গুডনেইবার্স

বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড , ইউএনও এবং এডিসি (রাজস্ব) অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনাসভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নাচ , গান , পালাগানসহ শিশুদের একক ও দলীয় পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাসিনো হোতা তাঁতীলীগ নেতা নুরুল মাস্টারের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের ২০২৫ সালের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে নুরুল ইসলাম ওরফে নুরুল মাস্টার (৫৫) নামের এক বিতর্কিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ , মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা , গত ২১ জুলাই মামলা নম্বর ১০ , তারিখ ২১ /০৭/২০২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ -এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয় , কলেজে আসা-যাওয়ার পথে প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করে গোপন স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। পরিবার মানব পাচারের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ বলেন, আমার মেয়েটি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। নুরুল মাস্টার অনেকদিন ধরে ওর পেছনে লেগে ছিল। এখন কোথায় রেখেছে জানি না। পাচারের চেষ্টা করছে কিনা , সেটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি শঙ্কা।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর মামলা রুজু হয়েছে। আসামি পলাতক , তাকে ধরতে অভিযান চলছে। ভিকটিমকে উদ্ধারের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

আগেও মানব পাচারের অভিযোগে আলোচিত ছিলেন নুরুল মাস্টার , নুরুল

ইসলাম একজন শিক্ষক হলেও তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, অর্থপাচার ও মানব পাচার চক্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ বহু আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

গত মাসে প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে আসে, তিনি ও তার সহযোগীরা ছাত্র-যুবকদের টার্গেট করে অনলাইন জুয়া ও পাচার নেটওয়ার্কে যুক্ত করতেন।

এই অপহরণ মামলা সেই পুরোনো অভিযোগগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

এক কলেজ শিক্ষক বলেন, এই অপহরণের ঘটনা প্রমাণ করে, এতদিন যা বলছিলাম তা মিথ্যা ছিল না। এই লোক অপরাধের ছত্রছায়ায় শিক্ষকতা চালিয়ে গেছে।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে ১ জনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার অপরাধে মোঃ কাউছারকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে মেহেরপুর পৌর এলাকার ওয়াপদা মোড়ে অবস্থানকালে এএসআই শেখ মনিরুজ্জামান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নাইট বিলাস আবাসিক হোটেলের সামনে এক ব্যক্তি গাঁজা নিজ হেফাজতে রেখে বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে থাকা অফিসার ও ফোর্সসহ সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে অভিযান চালিয়ে নাইট বিলাস হোটেল সংলগ্ন ফারুক অটোস গ্যারেজের সামনে থেকে কাউছারকে আটক করা হয়।

তল্লাশি চালিয়ে তার পরিহিত পাঞ্জাবির ডান পাশের পকেট থেকে সাদা

কাগজে মোড়ানো ১৬ পুরিয়া গাঁজা (ওজন ৫০ গ্রাম) এবং জিন্সের সামনের বাম পকেট থেকে আরও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সর্বমোট ১০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ কাউছারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই ৩ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই মোঃ খায়রুল ইসলামকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অপর দুই আসামি ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১ বছর ৭ মাস আগে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনী উপজেলার এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগে বলা হয়, বাদীর বাড়িতে আসামি রিপন তার ছেলের গলা টিপে ধরে। এ সময় বাদীর ভাই রহিম ঠেকাতে গেলে খায়রুল একটি হাসুয়া দিয়ে পিঠের বাম পাশে কোপ দেন, যার ফলে এক বিঘত লম্বা গভীর জখম হয়।

রহিমের স্ত্রী ঠেকাতে আসলে ঠান্ডু ও হান্নান তার কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। বাদীর স্ত্রী জাহারুনকেও খলিল ও তাসলিমা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে বাদীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মিন্নাল। এছাড়াও আসামি খায়রুল, রহিমের ঘরের টিনের বক্স থেকে ৬০ হাজার টাকা চুরি করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে খায়রুল ইসলাম, ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের দায়ে ১ জনের দুই বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের দায়ে মোঃ গোলাম রাব্বিকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার (২৩ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে এসআই উত্তম কুমার, সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও পুলিশি বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় জনৈক জমিরুলের দ্বিতল বাড়ির সামনে পাকা তিন রাস্তার মোড়ে একজন ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করছে। রাত ৯টার দিকে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উক্ত ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ ও ফোর্সের সহায়তায় তাকে আটক করা হয়। পরে সাক্ষীদের সামনে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। আটকের সময় আসামির পরিহিত জিন্স প্যান্টের ডান পকেট থেকে একটি সাদা পলিথিনে মোড়ানো ২৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ গোলাম রাব্বির বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে

বর্তমান সরকার দেশের একরকম প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছে। আমরা সকলে মিলে তাদের বসিয়েছি। কিন্তু এখন আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। দেশে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বিভিন্ন সমস্যায় দেশ জর্জরিত। তাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।

বুধবার (২৩ জুলাই) মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে আপনার সুনাম রয়েছে। আমরা কখনোই চাই না আপনি ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করে দেশের জনগণের রোষানলের মুখোমুখি হোন। আমরা চাই, যে কারণে জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে সসম্মানে বিদায় নিন। তাহলে আপনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় না থাকলে দেশে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে না, বিদেশি কোনো সুযোগ-সুবিধাও আসে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না হলে তাদের জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না।

তিনি আরও বলেন, এক ফ্যাসিবাদের বিদায় হয়েছে, এখন কেউ কেউ হঠাৎ করে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় যেন আবারও ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
আপনারা দল গঠন করেছেন, সেটা ভালো কথা কিন্তু যদি আপনাদের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকে, তাহলে নির্বাচনের মাঠে আসুন। যে হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়েছে, সেই হাসিনার মতো আচরণ করলে আপনাদের পরিণতিও

হাসিনার মতোই হবে।

আমরা সকলে মিলে যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, যে সব মানুষ শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্তকে শপথ করে আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করেছি। সকল বিভেদ ভুলে আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন সভাপতি আমিরুল , সম্পাদক মশিউর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি , মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক , হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আংশিক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলার রামনগর ফুটবল মাঠে এ সম্মেলন শুরু হয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। সম্মেলন শেষে সেখানে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে কমিটি নিবার্চন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ , সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন , আব্দুল আউয়াল , খাইরুল বাশার , হাফিজুর রহমান হাফি , আব্দুল্লাহ , মীর ফারুক , রেজাউল হক , মকবুল হোসেন মেঘলা , ওমর ফারুক লিটন , আলফাজ উদ্দীন কালু , জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী , জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু , জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে কাউন্সিলরদের সম্মতিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় উপজেলা বিএনপির নতুন আংশিক কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।